২.১ – কবির মনে আজ কী ভাবনা এসেছে?

কবির মনে নদীতীরের গ্রাম্য পরিবেশে শ্যামল ধরনীর ভালো-মন্দ, দুঃখ-সুখ, অন্ধকার-আলো মিলিয়ে ছায়াময় প্রেমোজ্জ্বল গ্রামের ভাবনা এসেছে।

২.৩. সবাই প্রতি মুহূর্তে কী কথা বলছে?

উঃ- সকলেই প্রতিমুহূর্তে কবির সঙ্গে যেন ভাইবোনের মতো সুখ-দুঃখের কথা বলেছে।

দৃশ্য ধরা পড়েছে ?

উঃ— যেতে যেতে নদীতীরে কবির চোখে চারপাশের দৃশ্য ধরা পড়েছে। কবি যত নদী পথে এগিয়ে চলেছেন; দুই পাশের শ্যামল ধরণীর বিভিন্ন পরিবেশ যাই যাই করে নিমেষে নিমেষে পার হয়ে যাচ্ছে। কবি সেই পরিবেশ নিরীক্ষণ করে দেখছেন, আর তাকে ভালোবেসে মনে করছেন, তারা যেমন কবির দিকে করুণ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে।

উত্তর - সকলেই প্রতিমুহূর্তে কবির সঙ্গে যেন ভাইবোনের মতো সুখ-দুঃখের কথা বলেছে।

২.৪ যা কিছু দেখেন তাকেই কবি ভালোবাসেন কেন?

উত্তর - কবি যা কিছু দেখেন তাকেই ভালোবাসেন এই কারণে যে, গ্রামীণ নদীমাতৃক পরিবেশ কবির শহুরে পরিবেশ থেকে আলাদা। ফলে নদীর দুই কূলের শ্যামল ধরণীকে দেখেই কবি তাদের ভালোবেসে ফেলেন।

২.৬ গ্রামগুলি দেখে কবির কী মনে হয়েছে?

উঃ- গ্রামগুলি দেখে কবির মনে হয়েছে তার কত ছায়াময়। কত প্রেম তাদের ঘিরে রয়েছে। তারা যে উৎসুক নয়নে কবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

৭ পৃথিবীর দিকে তাকালে কবির কি মনে হয়?

উঃ- পৃথিবীর দিকে তাকালে কবির মনে হয়, এই পৃথিবীতে যেমন ভালো-মন্দ রয়েছে তেমনি সুখ-দুঃখ রয়েছে। দিন রাতের মতো আলো-অন্ধকার এই পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে।